তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
সেচ ভবন (৪র্থ তলা), ২২, মানিক মিয়া এভিনিউ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফ্যাক্স ঃ ৯১২৭৫১৬,ই-মেইলঃ birtan_bd@yahoo.com
ওয়েব-সাইটঃ www.birtan.gov.bd

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীন সার্বভৌম ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সংবিধান স্বীকৃত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে তথ্য অধিকার আইন। তথ্য জানার অধিকার দূর্বলতম নাগরিকদেরও ক্ষমতায়িত করতে পারে বিধায়; এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের জনগনের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব।

তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করার প্রয়াসে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে কারো কোন বিভ্রান্তি থাকে না। ফলশ্রুতিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক তাদের স্বীয় কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়।

বারটান তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। বারটানের কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জনগণের প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজ করার মানসে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫, বারটান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন ও MRDI সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জনগনের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের বিকাশ ও দারিদ্র বিমোচনে তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ নীতিমালা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

৫/৪/১৫

(মোঃ মোশারফ হোসেন)
যুগ্ম-সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
ও
নির্বাহী পরিচালক (অঃদাঃ)
বারটান।

সূচিপত্র

০১. বারটানের পটভূমি
- ০১.১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য
- ০১.২. নীতির শিরোনাম

০২. আইনগত ভিত্তি
- ০২.১. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
- ০২.২. অনুমোদনের তারিখ
- ২.৩.নীতি বাস্তবায়নের তারিখ

০৩. তথ্য
- ৩.১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- ৩.২. তথ্য প্রদানকারী ইউনিট
- ৩.৩. আপীল কর্তৃপক্ষ
- ৩.৪. তথ্য কমিশন
- ৩.৫.তৃতীয় পক্ষ

০৪. তথ্যের শ্রেনী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি
- ৪.১. স্বপ্রনোদিত তথ্য
- ৪.২. অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান এবং স্বপ্রনোদিতভাবে প্রনীত তথ্যের তালিকা
- ৪.৩. কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকা

০৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

০৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

০৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

০৮. তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

০৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি

১০. তথ্য প্রদানের সময়সীমা

১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী

১২. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলার শাস্তিবিধান

১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ

১৫. জনগুরুত্বপূর্ন বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৬. সংযুক্তি
- পরিশিষ্ট 'ক' স্বপ্রনোদিত তথ্যের তালিকা
- পরিশিষ্ট 'খ' অনুরোধ/ চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা
- পরিশিষ্ট 'গ' তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র
- পরিশিষ্ট 'ঘ' তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ
- পরিশিষ্ট 'ঙ' আপীল আবেদন
- পরিশিষ্ট 'চ' অভিযোগ দায়েরের ফরম
- পরিশিষ্ট 'ছ' প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য

১. বারটানের পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে কাজ করে আসছে। দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন তথা প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বারটান কৃষি সেক্টরে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকল্পে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন- ২০১২ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করে, যা বাংলাদেশ গেজেটে ১৯ জুন, ২০১২ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ-এ চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বারটানের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৪ (চার) টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের (ঝিনাইদহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও রংপুর) জমি অধিগ্রহণ এবং প্রধান কার্যালয় (নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার) এবং ৭ (সাত) টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের (নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও রংপুর) অফিস ভবন, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডরমেটরী ভবন, স্কুল ভবন, মসজিদ ও আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। তাছাড়াও বারটানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরনের লক্ষে "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই,২০১৪ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত ৫ বছরে ৫২৫০ জন কৃষক/ কৃষানী, ৪৩৫০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ ইমাম/এনজিও কর্মী/স্কুল শিক্ষক এবং ৮৭০ জন উর্দ্ধতন কৃষি কর্মকর্তাদেরকে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ঃ

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এই আইনের আলোকে বারটান কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী সর্ম্পকে দেশের সকল নাগরিক তাদের চাহিদামত বারটানের তথ্য পাওয়ার অধিকারী। বারটানের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ" শীর্ষক ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন,মানব দেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের সম্ভাব্য প্রভাব" শীর্ষক ১ দিন ব্যাপি কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধণ প্রণালী, টাটকা শাক সব্জী ও ফলের পুষ্টিগুন এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভূট্টার বহুমূখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কথিকা সম্প্রচার ।

উপরোল্লিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জনগণ এসব তথ্য জানতে পারলে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান লাভে সক্ষম হবে এবং জনগনের পুষ্টি স্তরের উন্নয়ন ঘটবে?

১.২ নীতির শিরোনাম ঃ

এই নীতিমালা 'বারটানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫' নামে অবহিত হবে।

২. আইনগত ভিত্তি ঃ

২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ- সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২.২ অনুমোদনের তারিখ-০৮ এপ্রিল, ২০১৫ (সম্ভাব্য)
২.৩ নীতি বাস্তবায়নের তারিখ- ১৫ এপ্রিল, ২০১৫ (সম্ভাব্য)

৩. তথ্য ঃ তথ্য অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি তথ্য-উপাত্ত, লগ-বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অর্ন্তভূক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটসিট বা নোটসিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

৩.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বারটানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বারটানের প্রধান কার্যালয় এবং বারটানের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক পদবী ও ফোন নম্বরসহ ঠিকানা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

ক্রমিক নং	নাম,পদবী ও ঠিকানা	দাপ্তরিক ফোন নম্বর	প্রধান কার্যালয়/ আঞ্চলিক কার্যালয়
১.	মোঃ মাহফুজ আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃদাঃ), সেচ ভবন, ঢাকা-১২০৭	৯১১৫২৩১	বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা
২.	এ এইচ এম জালাল উদ্দিন আকবর, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃদাঃ), সেচ ভবন, ঢাকা-১২০৭	৯১১৫২৩১	বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা
৩.	জ্যোতি লাল বড়ুয়া, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃদাঃ), সেচ ভবন, ঢাকা-১২০৭	৯১১৭৮৬২	বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা
৪.	মোঃ মাহাবুব-উল-আলম, গবেষণা সহকারী , কালীবাড়ি রোড,বশিাল	-	বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল সদর,বরিশাল
৫.	মোঃ মোজাম্মেল হক, গবেষণা সহকারী, দক্ষিন আরপিন নগর,সুনামগঞ্জ	-	বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়,সুনামগঞ্জ
৬.	মোঃ আব্দুল হালিম. গবেষণা সহকারী, মাইজদি,কোর্ট নোয়াখালী	০৩২১৬২১৩৭	বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়,নোয়াখালী
৭.	মোঃ মশিউর রহমান, গবেষণা সহকারী, বিআরডিবি ভবন,সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।	০৭৫১৬২৭৫২	বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়,সিরাজগঞ্জ

৩.২. তথ্য প্রদানকারী ইউনিটঃ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রত্যেকটি কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে। বারটানের প্রধান কার্যালয় এবং সাতটি বিভাগীয় কার্যালয় তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে গন্য হবে।

৩.৩. আপীল কর্তৃপক্ষঃ বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক, বারটান এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

৩.৪. তথ্য কমিশনঃ বারটান।

৩.৫. তৃতীয় পক্ষঃ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যদি কেহ এমন তথ্য দাবি করে যা বারটানের সংশ্লিষ্ট কিন্তু অন্য কার্যালয়/ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কার্যালয়/ কর্তৃপক্ষকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। অনুরূপভাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য বারটানের নিকট জমা থাকলে সেটি প্রদানের ক্ষেত্রেও বারটান তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গন্য হবে।

৪.তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতিঃ তথ্য প্রদান পদ্ধতি তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলি পতিপালন সাপেক্ষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং নাগরিকের চাহিদা/অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বারটান তাঁকে চাহিত তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। বারটান, বারটানের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়াশে সূচিবদ্ধ আকারে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৪.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য ঃ কর্তৃপক্ষ যখন কোন নাগরিকের অনুরোধ ব্যতীত অর্থাৎ তথা না চাইতেই স্বউদ্যোগে তথ্য প্রকাশ বা উন্মুক্ত করে তখন তাকে স্বপ্রণোদিত তথ্য বলে। তথ্য অধিকার আইনের এই বিধান অনুযায়ী বারটানের কার্যক্রম সংক্রান্ত জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজলভ্য করার প্রয়াসে বারটান স্বপ্রণোদিত ও স্বতস্ফুর্তভাবে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে তা বারটানের স্বপ্রণোদিত তথ্য। স্বপ্রণোদিত তথ্যের আওতায় তথ্যগুলো বিশেষভাবে পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা আছে।

এ সকল তথ্য বারটানের ওয়েবসাইট (www.birtan.gov.bd) ও সময়ে সময়ে বারটানের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

অনুরূপ ভাবে যেকোন নাগরিকের চাহিদা মোতাবেক যদি কোন তথ্য বারটানের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে পাওয়া না যায় তাহলে বারটানের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর (বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন (৪র্থ তলা), ২২, মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭) আবেদন করতে পারবেন।

৪.২ অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রণীত তথ্যের তালিকাঃ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার অনুকূলে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্য ব্যতীত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্য বারটান কোন নাগরিকের আবেদন বা অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ বা আংশিক প্রদানে বাধ্য থাকবে (পরিশিষ্ট 'খ' তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিষয়াবলী)।

৪.৩ কপিতয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকা ঃ কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে বারটান বাধ্য থাকবে না। কোন্ কোন্ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় সে তালিকাও আইনের বিধান মোতাবেক বারটান কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তথ্যের এ তালিকাটি বারটান কর্তৃক ৬ মাস অন্তর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে তা সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ বারটান কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন না, যথা-

(ক) এমন কোন তথ্য যা প্রকশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে;
(খ) কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন নাগরিকের জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;
(ঘ) এমন কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঙ) নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য।
(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বানিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য;
(ছ) কৌশলগত ও বানিজ্যিক কারনে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ এমন কোন তথ্য;

৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ তথ্য অীধকার আইন-২০০৯ এর অধীন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বারটান প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক তা যথাযথ ভাবে নিম্নরূপে সংরক্ষণ করবে;

(ক) যথাযথ পদ্ধতি ও মান অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করবে;
(খ) প্রয়োজনে তথ্য সংরক্ষণের জন্য কার্যকর অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করবে;
(গ) নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে বারটানের যাবতীয় যোগাযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা দালিলিক ফরমে হবে;
(ঘ) কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত উপযুক্ত সকল তথ্য যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে;
(ঙ) স্ব-প্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য (যা প্রকাশে আইনগত বাধা নেই) বারটানের ওয়েবসাইটে (www.birtan.gov.bd) পাওয়া যাবে;

(চ) তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজ করার প্রয়াসে নাগরিকগণ যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল ও চাহিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন, তজ্জন্য বারটানে উচ্চগতি সম্পন্ন সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা বিদ্যমান। এ লক্ষ্যে তথ্যসমৃদ্ধ নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বোপরি নিজস্ব mail server সৃজনপূর্বক e-mail-এ যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করা হবে;

(ছ) নাগরিককে হাল তথ্য প্রদানে বারটান সদা তৎপর। একজন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ৩ (তিন) সদস্যের টিম বারটানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত তথ্য হালনাগাতকরণে নিয়োজিত থাকবে।

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ বারটান ও এর আওতাধীন বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ১০-ধারার বিধান অনুসারে বারটান প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে পৃথক পৃথক 'তথ্য প্রদান ইউনিট' হিসেবে বিবেচনাপূর্বক প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নাম ও পদবীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে এবং বদলী জনিত কারণে স্থলাভিক্তিক কর্মকর্তাগণ নাম ও পদবীর ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকা বারটানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি:

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকৃত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা পরিশোধের জন্য চাহিদাকারীকে অবহিত করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখপূর্বক ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য চাহিদাকারীকে তা অবহিত করবেন।
- কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে তার উপযুক্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৯-ধারার অধীনে বর্ণিত বিধানসমূহে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণে থাকবেন।

৮. তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপালনের প্রয়োজনে অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহায়তা কামনা করতে পারবেন। এরূপ সহায়তা কামনা করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী চাহিত সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতিঃ

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুদ্রিত অনুলিপি, ফটোকপি, নোট, ইলেকট্রনিক ফরমেট বা প্রিন্ট-আউট পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন।

(খ) ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য লাভে সহায়তা করবেন।

১০. তথ্য প্রদানের সময়সীমা ঃ

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

(খ) তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।

(গ) তথ্য প্রদানের সাথে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করলে, সে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিক মতামত চেয়ে নোটিশ দিবেন। মতামত পাওয়া সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন অথবা তথ্য প্রদানের অপারগতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

(ঘ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় কারণসমূহের মধ্যে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য অন্তর্ভূক্ত হলে যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ আবেদনকারীকে প্রদান করবেন।

(ঙ) তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

(চ) উল্লিখিত সময়সীমাসমূহের মধ্যে তথ্য প্রদান করা না হলে, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী ঃ

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মজুদ তথ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে জানাবেন। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রপ্তির সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর তফসিল "ঘ" ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(খ) যদি মূল্য লেখা না থাকে তবে কর্তৃপক্ষ যেরুপভাবে মূল্য নির্ধারণ করবেন; সেভাবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(গ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক তথ্যের মূল্য নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ কোড নং ..... তে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে।

১২.আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি ঃ

কোন ব্যক্তি যদি নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পাবেন।

- আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর ফরম ('গ'সংযুক্ত) এ আবেদন করা যাবে।
- সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবে।
- আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার বিধিমালা-২০০৯ এর ৬ বিধিমতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- তথ্য প্রাপ্তির আপীল সমূহ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৪ এবং ২৮ ধারা অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।
- আপীল কর্তৃপক্ষের রায়ে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

আপীল কর্তৃপক্ষ ঃ বারটান এর আপীল কর্তৃপক্ষ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের আপীল কর্তৃপক্ষ নির্বাহী পরিচালক, বারটান হবেন।

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান ঃ

বারটানের বা এর বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ কারণ ব্যতিত তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করলে বা আপীল গ্রহণ অস্বীকার করলে কিংবা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান ব্যর্থ হলে, ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে এবং কমিশনের নিকট অভিযোগ করা হলে কমিশন তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪.তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ ঃ

বারটান কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনাসমূহ বিনামূল্যে সর্বসাধারনের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করবে এবং এসবের কপিসমূহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখবে।

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ

বারটান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা ঃ

- বারটানের সাংগঠনিক কাঠামো;
- বারটানের নিয়োগ বিধিমালা;
- বারটানের কার্যাবলী;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব;
- বিভিন্ন ধরনের ফরমস;
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন;
- বারটান আইন-২০১২,চাকুরি প্রবিধানমালা-.....,প্রজ্ঞাপন,নির্দেশনা,ম্যানুয়াল ইত্যাদি;
- সচিব,নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের নাম ও যোগাযোগের ঠিকনা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,পদবী,ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর,ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।
- ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- অনুমদিত আইন,অধ্যাদেশ,বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি।

I) অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা ঃ

- পরিশিষ্ট-'ক' তে বর্ণিত স্বপ্রণোদিত সকল তথ্য;
- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় (৪.৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত) এরুপ তথ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল তথ্য যা প্রকাশে আইনগত কোন বাধা নেই।
- বারটানের বার্ষিক বাজেটের অনুলিপি

II) অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে আংশিক প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা ঃ

- চাহিদা তথ্যের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়; এবং যতটুক অংশ যৌক্তিকভাকে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ;

পরিশিষ্ট-'গ'

ফরম-'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

.....(নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ.....

পিতার নাম ঃ.....

মাতার নাম ঃ.....

বর্তমান ঠিকানা ঃ.....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ.....

ফ্যাক্স,ই-মেইল,টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ.....

২। কি ধরনের তথ্য*(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ.....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত ঃ.....
ই-মেইল/ফ্যাকস/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

আবেদনের তারিখঃ..... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

---

*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা,২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য

ফরম-'খ'

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বরঃ তারিখঃ.....

প্রতি

আবেদনকারীর নামঃ.....

ঠিকানাঃ.....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ-

১। .....

.....

২। .....

.....

৩। .....

.....

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

পরিশিষ্ট-'ঙ'

ফরম-'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সক্রান্ত) বিধিমালার বিধি -৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

.....(নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ.....

২। আপীলের তারিখ ঃ.....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ.....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ.....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ.....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ.....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ.....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ.....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীলে কর্তৃপক্ষের সম্মূখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ.....

তারিখঃ.....

আপীল আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম-'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রধান-৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ,আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর,ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং.....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ.....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ.....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ.....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ.....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারন (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আণয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ.....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যোক্তিকতা ঃ.....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ.....

সত্যপাঠ

আমি/আমরাএই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগকৃত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-'ছ'

ফরম-'গ'
[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]
জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং..... ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....
২। অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা
ঃ.....
৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে)
ঃ.....
৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)
ঃ.....
৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা
ঃ.....
(কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরাএই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগকৃত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)